

প্রশ্নোত্তরে
ফিক্‌হুল ইবাদাত

তাহারাত • সালাত • যাকাত • সাওম • হজ্জ
[ফযীলত-হুকুম-পদ্ধতি ও মাসআলা-মাসাইল]



অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী
মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি হতে আরবী ভাষা,
তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে সনদপ্রাপ্ত।
আলোচক, প্রভাতের ইসলামী অনুষ্ঠান, এটিএন বাংলা।
সাবেক শিক্ষক ও কন্ট্রোলার, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

সূচিপত্র

নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
	শরয়ী মাসআলা গ্রহণে মাযহাবের ইমামগণের উপদেশ	২১
	ফিক্হল ইবাদাত পরিচিতি	২৩
	ঈমান ভঙ্গ ও ইবাদাত নষ্টকারী আমল	২৪
প্রথম অধ্যায় : তাহারাৎ (পবিত্রতা)		
১.১	পবিত্রতা ও নাপাকি	৩৩
	দেহের নাপাকি ও এর প্রকারভেদ	৩৬
১.২	পানি ও পানির প্রকারভেদ	৩৯
১.৩	পানির বৈধ ও অবৈধ পাত্র	৪১
১.৪	পেশাব-পায়খানার আদব	৪২
১.৫	স্বভাবজাত সুন্নাত	৪৪
	(ক) নখ কাটা, (খ) বগলের লোম ও (গ) নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা	৪৫
	(ঘ) মোচ খাটো করা	৪৬
	(ঙ) দাড়ি লম্বা রাখা	৪৭
	(চ) মিসওয়াক করা	৫১
	(ছ) খাৎনা করা	৫১
১.৬	মিসওয়াক করা	৫৪
	মিসওয়াক করার পদ্ধতি	৫৫
১.৭	ওযূ	৫৬
	ওযূর ফযীলত	৫৬
	ওযূর পদ্ধতি	৫৯
	ওযূর ফরয	৬২
	ওযূর সুন্নাত	৬৩
	ওযূ ভঙ্গের কারণ	৬৪
	যেসব কাজে ওযূ ভঙ্গ হয় না	৬৬
	যেসব কাজের পূর্বে ওযূ করা ফরয	৬৭
	যেসব কাজের জন্য ওযূ করা সুন্নাত বা মুস্তাহাব	৬৭
	ওযূর বিবিধ মাসাইল	৭০
১.৮	মোজার উপর মাসেহ করার বিধান	৭০
১.৯	গোসল	৭৩
	গোসল করার নিয়ম	৭৪
	যেসব কারণে গোসল ফরয হয়	৭৮
	গোসলের বিবিধ মাসাইল	৮১

নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১.১০	তায়াম্মুম	৮৩
	তায়াম্মুমের বিবিধ মাসাইল	৮৬
১.১১	হায়েয-নিফাস ও ইস্তিহাদা	৮৬
	হায়েযের পিরিয়ড শেষ হওয়ার আলামত	৯০
১.১২	নিফাস	৯১
	নিফাস অবস্থায় যেসব কাজ বৈধ ও অবৈধ	৯২
	নিফাস সংক্রান্ত প্রচলিত কিছু কুপ্রথা	৯২
১.১৩	ইস্তিহাদা বা রক্তপ্রদর	৯৩
দ্বিতীয় অধ্যায় : সালাত (নামায)		
২.১	সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত	৯৫
২.২	'সালাতে' সালফে সালেহীনদের একাত্তার চিত্র	৯৮
২.৩	বে-নামাযীর পরিণতি	৯৯
২.৪	আযান ও ইকামত	১০২
২.৫	সালাত আদায়ের পদ্ধতি : শুরু থেকে শেষ	১০৯
২.৬	সালাতের আহুকাম-আরকান	১৩১
২.৭	সালাতের ওয়াজিব	১৩২
২.৮	সালাতের সুন্নাত	১৩৩
২.৯	সালাতে মাকরুহ কাজ	১৩৪
২.১০	সালাত ভঙ্গকারী কাজ	১৩৫
২.১১	যেসব কাজে সালাত ভঙ্গ হয় না	১৩৬
	বিবিধ মাসাইল	১৩৬
২.১২	জামা'আতে সালাত	১৩৭
	জামা'আতের হুকুম	১৩৭
	জামা'আতের ফযীলত	১৩৯
	মাসজিদে যাওয়ার আদব	১৪৩
	জামা'আতে দাঁড়ানোর পদ্ধতি	১৪৩
	দ্বিতীয় জামাত	১৪৪
	জামা'আত আংশিক পেনে	১৪৫
২.১৩	মাসজিদ অধ্যায়	১৪৫
২.১৪	ইমামতি ও ইক্তিদা	১৫২
	যাদের ইমামতি শুদ্ধ নয়	১৫২
	ইমাম ও মুজাদির দাঁড়ানোর নিয়ম-পদ্ধতি	১৫৩
	কাতার সংক্রান্ত বিবিধ মাসাইল	১৫৪
	ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৫৫
	মুজাদির কর্তব্য	১৫৫

ফিক্‌শন শব্দভাণ্ডার

প্রথম অধ্যায়

তাহারাত (পবিত্রতা)

[১.১] পবিত্রতা ও নাপাকি

প্র: ১/১. পবিত্রতা কাকে বলে?

উ: পবিত্রতার আরবী হলো, طَهَارَةٌ এটি নাজাসাতের (نَجَاسَةٌ) বিপরীত পানি বা অন্যকিছু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে طَهَارَةٌ বলা হয়। এটি দুই প্রকার: আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা এবং বাহ্যিক তথা শারীরিক পবিত্রতা। (আল মুজামুল ওয়াসীত, পৃ-৫৮৮)

ফিকহের পরিভাষায়- 'যে অপবিত্রতা বা নাপাকি সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, তা পানি বা অন্য কিছু দ্বারা দূর করা অথবা হুকুমীভাবে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে طَهَارَةٌ বলে। (মুগনী- ১/১২)

প্র: ১/২. পবিত্রতা অর্জনের হুকুম কি?

উ: ফরজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بَغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ»

“পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল হয় না এবং হারাম মালের কোনো দান-খয়রাত কবুল হয় না।” (মুসলিম: ২২৪)

প্র: ১/৩. পবিত্রতা অর্জনের ফযীলত কি?

উ: আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন (সূরা ২; আল-বাকারাহ ২২২)। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ» “পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ।” (মুসলিম: ২২৩)

আর পবিত্রতার বিপরীত হলো নাপাকি। নাপাক হলে সালাত কবুল হয় না, কুরআন ছোঁয়া যায় না, এমনকি কাবা ঘরও তাওয়াফ করা জায়েয নেই।

প্র: ১/৪. মানুষ নাপাক হয় কিভাবে?

উ: প্রধানত দু'ভাবে মানুষ নাপাক হয়। এর মধ্যে প্রথমটি হলো, কলব বা অন্তর নাপাক হয়ে যাওয়া। আর দ্বিতীয়টি হলো, দেহ নাপাক হওয়া।

প্র: ১/৫. কী কী কাজে কলব নাপাক হয়?

উ: মানুষের কলব নাপাক হয় তার ভুল আকীদা-বিশ্বাসের কারণে। আর এটা হলো, সবচেয়ে মারাত্মক নাপাকি। যেসব ভুল আকীদার কারণে কলব নাপাক হয়, তন্মধ্যে:

১. শির্ক করা: আল্লাহর উল্হিয়াত, রুব্বিয়াত ও আসমা-সিফাতের সাথে শির্ক করা।
২. সন্দেহ পোষণ: আল্লাহর অস্তিত্ব ও পরকাল আছে কি না এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা বা তা অবিশ্বাস করা। যেমন- কিছু লোক পরকালে বিশ্বাস করে না। আবার কিছু মুসলিমের মনেও পরকালের জীবন নিয়ে সন্দেহ-সংশয় রয়েছে।
৩. মুনাফিকী চরিত্র: অন্তরের বিশ্বাসের সাথে বাস্তব কাজের গরমিল। অর্থাৎ, বাইরে যে ইবাদাত সে করে, অন্তরে তা বিশ্বাস করে না।
৪. শির্কমিশ্রিত আকীদা: এমন আকীদা-বিশ্বাস পোষণ ও আমল করা, যার সাথে শির্কী চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা মিশ্রিত রয়েছে।
৫. রিয়া বা লোকদেখানো ইবাদাত: মানুষকে দেখানো বা সমাজে সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের জন্য ভালো কাজ করা, সমাজসেবা করা, কল্যাণমূলক কাজ করা।
৬. গোঁড়ামিবশত সত্য বর্জন করা: সত্যকে সত্য বলে জানা সত্ত্বেও গোঁড়ামিবশত তা গ্রহণ না করা।
৭. হিংসা করা: অন্যের ভালো দেখতে না পারা, কারোর উন্নতি বা সফলতা দেখলে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়া এবং তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা।
৮. তাকাব্বুরী বা অহংকার করা: কথা ও কাজে নিজেকে বড় ও অন্যকে ছোট মনে করা।
৯. বিদ'আতী ও কুফরী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা

উপরে বর্ণিত কাজগুলোর প্রতিটিই কলবের সাথে জড়িত। এগুলোর মাধ্যমে কলব নাপাক হয়। আর কলব নাপাক হয়ে যাওয়া বান্দার ওয়ূ-গোসল করার মাধ্যমে তার কলব পবিত্র হয় না। এ থেকে পবিত্র হতে হলে তাকে অবশ্যই তাওবা করতে হবে, এগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং খালেস দিলে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

প্র: ১/৬. কী করলে শির্ক হয় এবং শির্ক করলে কী হয়?

উ: যেসব কাজ করলে শির্ক হয় এর তালিকা অনেক বড়। নিম্নে এর অল্প কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো:

পূজা করা, কোনো পীর-বুজুর্গ ও কবরে-মাযারে সিজদা করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করা, নবী (স) বা কোনো পীর মুর্শেদ গায়েবের খবর রাখেন বলে বিশ্বাস করা, গণক ও জাদুকরের কথায় বিশ্বাস করা, মাযারে গিয়ে কোনো কিছু চাওয়া, কবরের সামনে দাঁড়িয়ে মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া, মাযারে মান্নত করা, আল্লাহ তাআলাকে যে পরিমাণ ভালোবাসা দরকার সে পরিমাণে কোনো পীর বা নেতাকে ভালোবাসা, তাবীজ-কবজ ব্যবহার করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা, সুনাম-সুখ্যাতির জন্য কোনো ইবাদত করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওপর তাওয়াক্কুল করা... ইত্যাদি সবই শির্ক।

কথা, কাজ ও বিশ্বাসে মানুষ এমনভাবে শির্কের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে এবং তাদের সংখ্যা এত বেশি যে, প্রকৃত মুমিনদের চেয়ে এদের পরিমাণ বহু গুণ বেশি। কুরআন কারীমে এদের সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾

[২.১] সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

প্র: ২/১. সালাতের গুরুত্ব কতটুকু? এর ফযীলত কী?

উ: সালাত আদায় স্রষ্টার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এমন এক ইবাদত যা প্রাপ্ত বয়স্ক সকল মুসলিম নর-নারীর জন্য বাধ্যতামূলক। এ সালাত আদায়ে আখিরাতের অফুরন্ত কল্যাণের পাশাপাশি দুনিয়াবী নগদ কল্যাণও আছে।

(ক) কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿১১১﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّةٍ مُّكْرَمُونَ ﴿১১২﴾﴾

(১) “নামাযীরা পাবে জান্নাতে সম্মানজনক আসন, যারা নিজেদের সালাত হেফায়ত করে, (পরকালে) তারা (অতীব) মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে।” (সূরা ৭০; মা‘আরিজ ৩৪-৩৫)

(২) সালাতের কারণে অপরাধ থেকে আল্লাহ তাদেরকে হেফায়তে রাখেন।

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

“নিঃসন্দেহে সালাত (মানুষকে) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।” (সূরা ২৯; আল-আনকাবূত ৪৫)

(৩) সালাত আদায়কারীরা সফলতা লাভ করে ফেলেছে,

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿১﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ﴿২﴾﴾

“ঐসব মুমিন বান্দারা নিশ্চিত সফলতা লাভ করেছে, যারা তাদের সালাতে (খুশু-খুযু ও) বিনয়াবনত থাকে।” (সূরা ২৩; মুমিনূন ১-২)। এখানের আয়াতে ‘ফালাহ’ শব্দের মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের কল্যাণ বুঝানো হয়েছে।

(৪) সালাত হলো এক উত্তম যিকির। আর এর মধ্যে রয়েছে আত্মার প্রশান্তি।

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

“যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং যাদের অন্তঃকরণ আল্লাহর যিকিরে প্রশান্ত হয়। জেনে রেখো, একমাত্র আল্লাহর যিকিরেই (মানুষের) অন্তরসমূহকে প্রশান্তি লাভ করে।” (সূরা ১৩; আর-রা’দ ২৮)

(৫) ইহকাল ও পরকালের কাজকর্মের সহায়ক হলো সালাত। এ জন্য আল্লাহ তাআলা সবার ও সালাতের মাধ্যমে সহায়তা চাইতে বলেছেন,

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾

“(হে ঈমানদার ব্যক্তিরে!) তোমরা সবার ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহর) কাছে সাহায্য চাও।” (সূরা ২; আল-বাকারাহ ৪৫)

এ জন্য যখন কোনো সমস্যা আসতো বা বড় বড় কাজ আসতো তখন রাসূলুল্লাহ (স) সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর এরই মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন।

(৬) এ আমলের মধ্যে রুজি-রোজগারেরও প্রশস্ততা রয়েছে, যে প্রাপ্তি একেবারেই নগদ।

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾

“তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও এবং তুমি (নিজেও) তার ওপর অবিচল থেকে। আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না বরং আমিই তোমাকে রিযিক দেই।” (সূরা ২০; তা-হা ১৩২)

(৭) ঈমান ও কাজকর্মে দৃঢ়তা এনে দেয় সালাত।

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿٣٠﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٣١﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٣٢﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٣٤﴾﴾

“মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ভীক জীব হিসেবে। যখন তার ওপর কোনো বিপদ আসে তখন সে ঘাবড়ে যায়, (আবার) যখন তার সচ্ছলতা ফিরে আসে তখন সে কার্পণ্য করে। কিন্তু সালাত আদায়কারী লোকদের কথা আলাদা, যারা তাদের সালাত আদায় করে নিয়মিতভাবে।” (সূরা ৭০; মা’আরিজ ১৯-২৩)

(খ) হাদীস শরীফে আছে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ»

“কিয়ামতের দিন বান্দার কাজগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। যদি নামায শুদ্ধ ও সঠিকভাবে (নিয়মিত) আদায় করা হয়ে থাকে তবে সে নাজাত পাবে এবং সফলকাম হবে। আর যদি নামায নষ্ট করে থাকে (অর্থাৎ, ভুল করে পড়ে বা না পড়ে থাকে) তবে সে ব্যর্থ হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” (তিরমিযী: ৪১৩)

(১) প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করলে যেমন শরীরে কোনো ময়লা থাকে না, তেমনই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন। (বুখারী: ৫২৮)

[২.৫] সালাত আদায়ের পদ্ধতি : শুরু থেকে শেষ

প্র: ২/২২. সালাত কিভাবে আদায় করব?

উ: সালাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। ক্রটি-বিচ্যুতির কারণে তা আদায় করেও অনেকে পাপের ভাগী হবে। আর তা হবে ভয়াবহ জাহান্নাম। তাহলে কীভাবে সে সালাত আদায় করলে আল্লাহর পুরস্কার পাওয়া যাবে, কীভাবে আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা আদায় করতেন, একমাত্র সেটাই আমাদের অনুকরণ করতে হবে। তিনি আমাদের নির্দেশ করে বলেছেন, «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

“তোমরা সেভাবে সালাত আদায় করো, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছো।” (বুখারী: ৬৩১, ইফা: ৬০৩, আধুনিক: ৫৯৫)

তাহলে তাঁর সালাত আদায় কেমন ছিল এ নিয়েই আমাদের এ ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

১. তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন: প্রথমে ওয়ূ করে পবিত্র হতে হবে। কারণ পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল হয় না (মুসলিম: ২২৩)। তবে কোনো কারণে গোসল ফরয হলে, এর পূর্বে অবশ্যই ফরয গোসল সম্পন্ন করে নিতে হবে; যদি কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে।

ইসলামে যেকোনো আমলের ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন অপরিহার্য একটি বিষয়। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য এ বিষয়ের জ্ঞান অর্জন ফরয।

২. ওয়াক্ত হলে নামায আদায় করা: প্রত্যেক সালাত নির্ধারিত ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা। তবে আউয়াল ওয়াক্তে অর্থাৎ, শুরুর সময়ে আদায় করা আল্লাহ তাআলার কাছে অধিকতর পছন্দনীয়। তাকওয়ার দাবি হলো আগে নামায, পরে কাজ। আগে কাজ, পরে নামায নয়। যারা কাজ-কর্মকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে নামায দেরিতে পড়াকে অভ্যাসে পরিণত করে, তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ফলে তারা নামায পড়েও জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۗ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾﴾

“ঐসব নামাযীদের জন্য ওয়াইল (বা ধ্বংস), যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে গাফেল।” (সূরা ১০৭; মাউন ৪-৫)

আর গাফেল হলো ঐসব লোক, যারা পেছাতে পেছাতে নামায শেষ ওয়াক্তে পড়ে এবং হুকুম-আহকামগুলো ঠিকমতো আদায় করে না।

৩. কিবলামুখী হওয়া: পূর্ণ দেহসহ কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾

“সুতরাং, (হে মুহাম্মাদ!) এখন থেকে তুমি (সালাতের জন্য) মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও। আর তোমরা (যে) যেখানেই থাকো না কেনো, (সালাতের জন্য) ঐ দিকেই মুখ ফেরাবে,” (সূরা ২; আল-বাকারাহ ১৪৪)। হাদীসে আছে,

وَقَدْ أَمَرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

“রাসূলুল্লাহ (স) (কয়েকজন সাহাবী নিয়ে) যখন বায়তুল মুকাদ্দিসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছিলেন, তখন কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করার জন্য নির্দেশ আসলো। অতএব, এখন থেকে তোমরা (সালাতে) কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নাও।” (বুখারী: ৪৪৯১)

৪. সুত্ৰা: সিজদার জায়গার একটু সামনে (কমপক্ষে আধা হাত উঁচু একটি লাঠি বা অন্য কিছু দিয়ে) সুত্ৰা দেবে, (হাকেম- ১/২৫২)। সুত্ৰা ও মুসল্লির দাঁড়ানোর মাঝখান দিয়ে সালাত চলাকালীন হাঁটা-চলা নিষিদ্ধ। বিশেষ করে নামাযীর সামনে দিয়ে কোনো (সাবালিকা) নারী, গাধা বা কালো কুকুর যাতায়াত করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, (মুসলিম: ১০২৪)। সুত্ৰাং এ বিষয়ে সতর্ক থাকবে। অতঃপর বিনম্র হয়ে খুশু ও খুযু-এর সাথে সালাতের জন্য দাঁড়াবে।

৫. দু'পায়ের মাঝে ফাঁকা রাখার পরিমাণ: এ বিষয়ে সরাসরি কোনো হাদীস খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক মুসল্লি স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াবে তার দেহ পরিমাণ জায়গা নিয়ে।

কেউ কেউ দু'পায়ের মাঝে চার আঙুল পরিমাণ ফাঁকা রাখাকে সুন্নাত মনে করে। অথচ চার আঙুল ফাঁকা রাখার কোনো কথা হাদীসে নেই।

৬. পাশের মুসল্লির পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো: জামা'আতে দাঁড়ানোর সময় সাহাবাগণ পরস্পর একে অপরের পায়ের সাথে পা ও কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে মিশে মিশে দাঁড়াতেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু বলেন,

وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ

“আমাদের প্রত্যেকে তাঁর পাশের মুসল্লির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিশিয়ে দাঁড়াতো।” (বুখারী: ৭২৫, ইফা ৬৮৯, মুসলিম: ৪৩৪)

সাহাবীগণ দু'জনের মাঝে কোনো ফাঁকা রাখতেন না।

জামা'আতে নামাযের ক্ষেত্রে দু'জন মুসল্লির মাঝে কোনো ফাঁকা রাখা জায়েয নেই; ফাঁকা রাখতে বরং নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, ফাঁকা থাকলে সেখানে শয়তান ঢুকে পড়ে। আপনার ডানে ও বামে শয়তান সাথে নিয়ে নামায পড়বেন— এ কেমন কথা! আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهُمَا وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلْلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَدْفُ»

“তোমরা তোমাদের কাতারে পরস্পর মিলে মিলে দাঁড়াও, একে অপরের সাথে লেগে যাও এবং ঘাড়গুলোকে সমানভাবে সোজা রেখে দাঁড়াও। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম করে বলছি- আমি দেখতে পাই কাতারে কোথাও ফাঁকা থাকলে সেখানেই শয়তান ঢুকে পড়ে কালো ভেড়ার বাচ্চার আকৃতিতে।” (আবু দাউদ: ৬৬৭)

ইবনে উমর ও আবু শাজারা (রা) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلَا تَذَرُوا فُرْجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ»

“তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নাও, পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও এবং উভয়ের মাঝখানে ফাঁকা বন্ধ করো। শয়তানের জন্য কাতারের মাঝখানে কোনো ফাঁকা জায়গা রেখে দিও না। যে ব্যক্তি মিশেমিশে দাঁড়াবে, আল্লাহও তাকে তার সাথে মিলিয়ে নেবেন। আর

সালাতের বার্ষিক (৩৬৫ দিনের) সময়সূচি

উম্মুল কুরা (মক্কা) এ্যাপস ও 'বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ'

কর্তৃক প্রদত্ত সময়সূচির আলোকে প্রণীত (শুধু ঢাকা শহরের জন্য প্রযোজ্য)

জানুয়ারি

তারিখ	সাহরীর শেষ সময়/ সুবেহে সাদিক শুরু	সূর্যোদয়/ ফজরের শেষ সময়	যোহরের সময় শুরু	আসরের সময় শুরু, ছায়া		সূর্যাস্ত/ মাগরিব/ ইফতারের সময় শুরু	ইশার সময় শুরু
				এক গুণ হলে	দ্বিগুণ হলে		
০১	০৫ : ১৮	০৬ : ৪১	১২ : ০২	০৩ : ০৩	০৩ : ৪৬	০৫ : ২৩	০৬ : ৫৩
০২	০৫ : ১৮	০৬ : ৪১	১২ : ০২	০৩ : ০৩	০৩ : ৪৭	০৫ : ২৪	০৬ : ৫৪
০৩	০৫ : ১৯	০৬ : ৪১	১২ : ০৩	০৩ : ০৪	০৩ : ৪৮	০৫ : ২৪	০৬ : ৫৪
০৪	০৫ : ১৯	০৬ : ৪২	১২ : ০৩	০৩ : ০৫	০৩ : ৪৮	০৫ : ২৫	০৬ : ৫৫
০৫	০৫ : ১৯	০৬ : ৪২	১২ : ০৪	০৩ : ০৫	০৩ : ৪৯	০৫ : ২৬	০৬ : ৫৬
০৬	০৫ : ২০	০৬ : ৪২	১২ : ০৪	০৩ : ০৬	০৩ : ৫০	০৫ : ২৬	০৬ : ৫৬
০৭	০৫ : ২০	০৬ : ৪২	১২ : ০৫	০৩ : ০৭	০৩ : ৫০	০৫ : ২৭	০৬ : ৫৭
০৮	০৫ : ২০	০৬ : ৪২	১২ : ০৫	০৩ : ০৭	০৩ : ৫১	০৫ : ২৮	০৬ : ৫৮
০৯	০৫ : ২০	০৬ : ৪২	১২ : ০৫	০৩ : ০৮	০৩ : ৫২	০৫ : ২৯	০৬ : ৫৯
১০	০৫ : ২০	০৬ : ৪৩	১২ : ০৬	০৩ : ০৯	০৩ : ৫৩	০৫ : ২৯	০৬ : ৫৯
১১	০৫ : ২১	০৬ : ৪৩	১২ : ০৬	০৩ : ০৯	০৩ : ৫৩	০৫ : ৩০	০৭ : ০০
১২	০৫ : ২১	০৬ : ৪৩	১২ : ০৭	০৩ : ১০	০৩ : ৫৪	০৫ : ৩১	০৭ : ০১
১৩	০৫ : ২১	০৬ : ৪৩	১২ : ০৭	০৩ : ১১	০৩ : ৫৫	০৫ : ৩১	০৭ : ০১
১৪	০৫ : ২১	০৬ : ৪৩	১২ : ০৭	০৩ : ১১	০৩ : ৫৫	০৫ : ৩২	০৭ : ০২
১৫	০৫ : ২১	০৬ : ৪৩	১২ : ০৮	০৩ : ১২	০৩ : ৫৬	০৫ : ৩৩	০৭ : ০৩
১৬	০৫ : ২১	০৬ : ৪৩	১২ : ০৮	০৩ : ১২	০৩ : ৫৭	০৫ : ৩৪	০৭ : ০৪
১৭	০৫ : ২১	০৬ : ৪৩	১২ : ০৮	০৩ : ১৩	০৩ : ৫৮	০৫ : ৩৪	০৭ : ০৪
১৮	০৫ : ২১	০৬ : ৪৩	১২ : ০৯	০৩ : ১৪	০৩ : ৫৮	০৫ : ৩৫	০৭ : ০৫
১৯	০৫ : ২১	০৬ : ৪৩	১২ : ০৯	০৩ : ১৪	০৩ : ৫৯	০৫ : ৩৬	০৭ : ০৬
২০	০৫ : ২১	০৬ : ৪২	১২ : ০৯	০৩ : ১৫	০৪ : ০০	০৫ : ৩৬	০৭ : ০৬
২১	০৫ : ২১	০৬ : ৪২	১২ : ১০	৩ : ১৬	০৪ : ০০	০৫ : ৩৭	০৭ : ০৭
২২	০৫ : ২১	০৬ : ৪২	১২ : ১০	০৩ : ১৬	০৪ : ০১	০৫ : ৩৮	০৭ : ০৮
২৩	০৫ : ২১	০৬ : ৪২	১২ : ১০	৩ : ১৭	০৪ : ০২	০৫ : ৩৯	০৭ : ০৯
২৪	০৫ : ২১	০৬ : ৪২	১২ : ১০	০৩ : ১৮	০৪ : ০৩	০৫ : ৩৯	০৭ : ০৯
২৫	০৫ : ২১	০৬ : ৪১	১২ : ১১	০৩ : ১৮	০৪ : ০৩	০৫ : ৪০	০৭ : ১০
২৬	০৫ : ২১	০৬ : ৪১	১২ : ১১	০৩ : ১৯	০৪ : ০৪	০৫ : ৪১	০৭ : ১১
২৭	০৫ : ২১	০৬ : ৪১	১২ : ১১	০৩ : ১৯	০৪ : ০৫	০৫ : ৪১	০৭ : ১১
২৮	০৫ : ২০	০৬ : ৪১	১২ : ১১	০৩ : ২০	০৪ : ০৫	০৫ : ৪২	০৭ : ১২
২৯	০৫ : ২০	০৬ : ৪০	১২ : ১১	০৩ : ২০	০৪ : ০৬	০৫ : ৪৩	০৭ : ১৩
৩০	০৫ : ২০	০৬ : ৪০	১২ : ১২	০৩ : ২১	০৪ : ০৭	০৫ : ৪৪	০৭ : ১৪
৩১	০৫ : ২০	০৬ : ৪০	১২ : ১২	০৩ : ২১	০৪ : ০৭	০৫ : ৪৪	০৭ : ১৪

[৩.১] যাকাত পরিচিতি

প্র: ৩/১. যাকাত অর্থ কী?

উ: যাকাতের শাব্দিক অর্থ হলো, 'পবিত্রতা' ও 'বৃদ্ধি' অর্থাৎ, পাক হওয়া ও বৃদ্ধি পাওয়া। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যাকাত দেয় তার মনটা পবিত্র হয়, তার সম্পদে বরকত হয় এবং তা বৃদ্ধি পায়।'

পারিভাষিক অর্থে যাকাত হলো, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নির্ধারিত সম্পদের উপর, নির্ধারিত শর্তানুযায়ী, নির্ধারিত অংশ, নির্ধারিত খাতে দান করা।

উল্লেখ্য, আল কুরআনের কোনো কোনো আয়াতে যাকাতকে *صَدَقَةٌ* 'সাদাকাহ' হিসেবেও অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

“(হে নবী!) তুমি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ (যাকাত) সংগ্রহ কর। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ কর। আর তাদের জন্য দু‘আ কর। নিশ্চয়ই তোমার দু‘আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” (সূরা ৯; আত্-তাওবা ১০৩)

প্র: ৩/২. যাকাতের হুকুম কী?

উ: যাকাত প্রদান করা ফরয। অর্থাৎ, নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারী প্রত্যেক মুসলমানের উপর নির্ধারিত এক বছর অতিক্রম করার পর যাকাত দেয়া ফরয। কেউ এই ফরযিয়্যতকে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। (বুখারী: ৭২৮৪, মুসলিম: ২০)

প্র: ৩/৩. যাকাত কখন ফরয হয়েছে?

উ: যাকাত ফরয হয়েছে মকায়। তবে- নিসাব নির্ধারণ, কোন্ কোন্ সম্পদে যাকাত ফরয এবং তা ব্যয়ের খাত কি... ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিধিবিধান দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনায় নাযিল হয়েছে। (শারহুল মুমতে'- ৬/১২)

প্র: ৩/১২. নিসাব কাকে বলে?

উ: কমপক্ষে যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত দেয়া ফরয হয় সেটাকে নিসাব বলা হয়। নিসাব অর্থ পরিমাণ বা সংখ্যা। এটি আরবি পরিভাষা। যাকাতের ক্ষেত্রে এ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যাকাতযোগ্য সম্পদের প্রকার যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনই বিভিন্ন প্রকার সম্পদের নিসাবও ভিন্ন ভিন্ন।

প্রত্যেক প্রকারেরই সর্বনিম্ন পরিমাণকে নিসাব বলা হয়।

প্র: ৩/১৩. সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা ও বাণিজ্যিক পণ্যের নিসাব কত?

উ: স্বর্ণের নিসাব হলো ৮৫ গ্রাম (২০ দিনার) এবং রৌপ্যের নিসাব ৫৯৫ গ্রাম (২০০ দিরহাম)। এ দু'প্রকার সম্পদের কোনো এক প্রকার সম্পদ বা এর সমমানের নগদ অর্থও নিসাব পরিমাণ অর্থ হিসেবে গণ্য হবে। ওজনের জন্য গ্রামের হিসাবটি আধুনিক পরিভাষার শব্দ।

প্রাচীন পরিভাষায় গ্রামের পরিবর্তে 'মিছকাল' (مِثْقَالٌ) নামক পরিভাষা ব্যবহৃত হতো। উক্ত পরিভাষায় ওজন হিসেবে স্বর্ণের নিসাব হলো ২০ মিছকাল (عِشْرُونَ مِثْقَالًا) বর্তমানকালে যার সমপরিমাণ ওজন হলো ৮৫ গ্রাম। আর রৌপ্যের নিসাব হলো ১৪০ মিছকাল (مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِثْقَالًا) অর্থাৎ, যার সমপরিমাণ ওজন হচ্ছে ৫৯৫ গ্রাম। (বুখারী: ১৪৮৪, মুসলিম: ৯৭৯)

প্র: ৩/১৪. সোনা ও রূপার মূল্য- এ দুটোর মধ্যে কোনটাকে নিসাব ধরবে?

উ: যেটার মূল্য সর্বনিম্ন সেটাকে 'নিসাব' বলে ধরে নেয়া হবে। বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষেত্রেও এটাই নিসাব।

ধরে নেয়া হোক বর্তমান বাজারে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্য সাড়ে তিন লাখ টাকা, আর ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের মূল্য ৬০,০০০ টাকা। এ ক্ষেত্রে নিসাব হবে নিচের সংখ্যাটি অর্থাৎ, 'ষাট হাজার' টাকা। উল্লেখ্য যে, এগুলোর বাজারদর পরিবর্তনশীল। তাই যাকাত হিসাব করার সময় বর্তমান বাজার মূল্য জেনে নিন।

আর নিসাব পরিমাণে পৌছলে শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দেয়া ফরয।

প্র: ৩/১৫. প্রকারভেদে বিভিন্ন সম্পদের নিসাব কত?

উ: বিভিন্ন প্রকার সম্পদে যাকাতের নিসাব নিম্নরূপ-

নং	সম্পদ	পরিমাণ
১	সোনা	৮৫ গ্রাম
২	রুপা	৫৯৫ গ্রাম
৩	টাকা	৮৭,০০০ (২০২৩ সালের রূপার বাজার দর অনুযায়ী)
৪	ব্যবসায়িক পণ্য	৮৭,০০০ টাকা (ঐ)
৫	ফসল	৬১২ কেজি
৬	ছাগল	৪০টি
৭	গরু	৩০টি
৮	উট	৫টি

[৪.১] সিয়াম : অর্থ ও হুকুম

প্র: ৪/১. সিয়ামের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?

উ: সিয়াম শব্দটি 'সাওম'-এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। ফার্সি ভাষায় এটাকে রোযা বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে- সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তের সাথে সব ধরনের পানাহার ও যাবতীয় যৌনাচরণ-সহ, অশ্লীলতা, অপব্যবহার এবং অন্যায় আচরণ ও অত্যাচার-অবিচার থেকে বিরত থাকাই 'সাওম' বা রোযা।

প্র: ৪/২. রমযান মাসের সিয়ামের হুকুম কী?

উ: এটা ফরয।

প্র: ৪/৩. এটা কোন হিজরী সালে ফরয হয়েছে?

উ: দ্বিতীয় হিজরীতে। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় বছর রমযানের রোযা পালন করেছেন। কারণ, রমযানের রোযা দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে ফরয করা হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ (স) ১১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মৃত্যু বরণ করেন। (আল মাজমু'- ৬/২৫০)

প্র: ৪/৪. সিয়াম ফরয হওয়ার দলীল কি?

উ: ক. আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

১. “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের উপর। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।” (সূরা ২; আল-বাকারাহ ১৮৩)

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

২. “রমযান হলো সেই মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছিল। মানবজাতির জন্য হিদায়াত ও সুস্পষ্ট পথনির্দেশক এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্ণয়কারীরূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যারাই এ মাস পাবে, তারা যেন অবশ্যই সিয়াম পালন করে।” (সূরা ২; আল-বাকারাহ ১৮৫)

প্র: ৪/২০. কেউ যদি দূরবিন দিয়ে চাঁদ দেখে তবে কি তা জায়েয?

উ: হ্যাঁ, দেখতে পারে। এতে নিষেধের কিছু নেই। তবে দূরবিন ব্যবহার করা জরুরি নয়। মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টির উপর নির্ভর করাই যথেষ্ট। (বুখারী: ১৯০৯, মুসলিম: ১০৮১-র মর্ম)

প্র: ৪/২১. কখনো কখনো অনিশ্চিত ও উড়ো খবর পাওয়া যায় যে, চাঁদ দেখা গেছে। সে ক্ষেত্রে কী করব?

উ: যারা চাঁদ দেখবে তাদের প্রধান দায়িত্ব হলো সরকারি কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো। অতঃপর সরকার বিষয়টি যাচাই করে যে সিদ্ধান্ত দেবে সে অনুযায়ীই জনগণ রোযা রাখবে। এক্ষেত্রে একক কোনো ব্যক্তি বা কিছু লোক কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। সিদ্ধান্ত নেবে শুধু সরকার। অন্যেরা শুধু সরকারকে সহায়তা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ»

“যেদিন সকলে রোযা রাখবে তোমরাও সেদিন রোযা রাখবে; যেদিন সকলে ঈদ করবে তোমরাও সেদিন ঈদ করবে। যেদিন সকলে ঈদুল আযহা উদযাপন করবে তোমরাও সেদিনই তা করবে। (অর্থাৎ, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কিছু করো না)।” (তিরমিযী: ৬৯৭)

প্র: ৪/২২. যদি এমন হয় যে, আমি চাঁদ দেখলাম। কিন্তু আমার সাক্ষ্য সরকার গ্রহণ করল না, এমতাবস্থায় কী করব?

উ: এ অবস্থায় চূপচাপ থাকাই উত্তম। যাচাই-বাছাই পূর্বক সরকার যে সিদ্ধান্ত দেবে সেটাই মেনে নেবেন। জামাতচ্যুত হওয়া বৈধ নয়। সকলের সাথে থাকাই এক্ষেত্রে ওয়াজিব। (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া খণ্ড ২৫, পৃ. ২১৪-২১৮)

এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের ২য় আরেকটি মত হলো, যে ব্যক্তি স্বচক্ষে চাঁদ দেখবে সে একাকী হলেও রোযা রাখবে। আর রাখতে না পারলে তা পরে কাযা করে নেবে। (সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ২/৯২)

[৪.৭] সিয়াম যাদের উপর ফরয

প্র: ৪/২৩. কাদের উপর সিয়াম পালন ফরয?

উ: (১) প্রাপ্ত বয়স্ক, (২) সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন, (৩) মুকীম ও সামর্থ্যবান এমন তিনটি গুণসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর সিয়াম পালন করা ফরয।

প্র: ৪/২৪. কী অবস্থায় কাদের উপর সিয়াম ফরয নয়?

উ: নিম্নবর্ণিত দশ প্রকার মানুষের উপর সিয়াম পালন ফরয নয়, তারা হলো:

১. অমুসলিম।
২. অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ, নাবালগ।
৩. পাগল।
৪. এমন বৃদ্ধলোক, যে ভালোমন্দ পার্থক্য করতে পারে না। (সূরা ২; আল-বাকারাহ ১৮৪)
৫. এমন বৃদ্ধ লোক, যে রোযা রাখতে সমর্থ নয় বা এমন রোগী, যার রোগমুক্তির সম্ভাবনা নেই; এমন ব্যক্তিদের উপর ফিদইয়া দেয়া ওয়াজিব। (সূরা ২; আল-বাকারাহ ১৮৪)
৬. মুসাফির। (সূরা ২; আল-বাকারাহ ১৮৪)
৭. রোগাক্রান্ত ব্যক্তি। (সূরা ২; আল-বাকারাহ ১৮৪)
৮. ঋতুমতী মহিলা। (বুখারী: ৩০৪)
৯. গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারী। (বুখারী)
১০. দুর্ঘটনায় পতিত বা বিপদগ্রস্ত লোককে রক্ষাকারী ব্যক্তি।

[৫.১] হজ্জ ও উমরা'র ধারাবাহিক কাজ

(ক) হজ্জের ধারাবাহিক কাজ

৮ই যিলহজ্জ (তারউইয়্যা দিবস)	মিনা	নিজ বাসস্থান থেকে ইহরাম বেঁধে হজ্জের নিয়ত করে সূর্যোদয়ের পর মিনায় রওয়ানা হবেন। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করবেন।
৯ই যিলহজ্জ (আরাফার দিন)	আরাফা ময়দান	(১) সূর্যোদয়ের পর আরাফাতে রওয়ানা হবেন। (২) যুহরের প্রথম ওয়াক্তে যুহর ও আসর পড়বেন একত্রে পরপর দুই দুই রাকআত করে। (৩) সূর্যাস্তের পর মুযদালিফায় রওয়ানা করবেন। মাগরিব-ইশা সেখানেই পড়বেন। ঐ রাতে সেখানেই ঘুমাবেন।
১০ই যিলহজ্জ (ঈদের দিন)	মুযদালিফা	(১) মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করে প্রথম ওয়াক্তে অন্ধকার থাকতেই ফজর পড়বেন। (২) আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত মুযদালিফার মাঠে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দীর্ঘ সময় দু'আতে মশগুল থাকবেন। (৩) বড় জামারায় নিক্ষেপের জন্য সাতটি কংকর এখান থেকে কুড়াতে পারেন।
	মিনা	(৪) বড় জামারায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবেন। (৫) হাদী জবাই করবেন। (৬) চুল কাটাবেন। অতঃপর ইহরামের কাপড় বদলিয়ে সাধারণ পোশাক পরে ফেলবেন।
	মক্কা	(৭) সম্ভব হলে আজ ফরয তাওয়াফ করতে পারেন। এদিন না পারলে এ তাওয়াফ এগারো বা বারো তারিখ বা এর পরেও করতে পারেন এবং তহসঙ্গে সাঈও করবেন।
১১ই যিলহজ্জ (আইয়্যামে তাশরীক) ১ম দিন	মিনা	(১) দুপুরের পর সিরিয়াল ঠিক রেখে প্রথমে ছোট, এরপর মধ্যম ও সবশেষে বড় জামারায় প্রত্যেকটিতে ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করবেন। (২) মিনায় রাত্রি যাপন করবেন।

১২ই যিলহজ্জ (আইয়ামে তাশরীক) ২য় দিন	মিনা	(১) পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী তিনটি জামরায় ৭+৭+৭=২১টি কংকর নিক্ষেপ করবেন। দুপুরের আগে কংকর নিক্ষেপ করবেন না। (২) সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করবেন। তা না পারলে আজ দিবাগত রাতও মিনায় কাটাবেন।
১৩ই যিলহজ্জ (আইয়ামে তাশরীক) ৩য় দিন	মিনা	যারা গত রাত মিনায় কাটিয়েছেন তারা আজ দুপুরের পর পূর্বের দিনের নিয়মেই ৭টি করে মোট একুশটি কংকর মারবেন। অতঃপর মিনা ত্যাগ করবেন।
অতঃপর	মক্কা	মক্কা ত্যাগের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করবেন।

(খ) উমরার ধারাবাহিক কাজ

স্থান	করণীয় ইবাদত
মীকাত	(১) মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধবেন।
মক্কা	(২) কাবা ঘরে তাওয়াফ করবেন। (৩) সাফা, মারওয়ায় সাঈ করবেন। (৪) চুল কেটে বা ছেঁটে হালাল হয়ে যাবেন।

[৫.২] কাবা ঘর ও মক্কা শরীফের ফযীলত

প্র: ৫/১. প্রথমেই জানতে চাই, কাবা ঘর ও মক্কা শরীফের গুরুত্ব ও ফযীলত কি?

উ: মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ এই জমিনকে বাছাই করেছেন। অতঃপর পাঠিয়েছেন সেখানে লক্ষ লক্ষ পয়গাম্বর, তৈরি করেছেন কাবাগৃহ। যেখানে এক নামাযে লক্ষাধিক নামাযের পুরস্কার। যে শহরকে বানিয়েছেন ‘বালাদুল আমীন’ তথা নিরাপদ শহর। যেখানে তালাবিয়ার আওয়াজে আকাশ বাতাস মুখরিত করে সারা জাহানের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য থেকে ছুটে আসে লক্ষ লক্ষ তাওহীদি জনতা হজ্জ ও উমরার এক বর্ণাঢ্য সমাবেশে এক ইউনিফর্মে আমলনামা সাদাকরণের এক মহান ইবাদতে। এই ঘর এবং এই শহরের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম।

১. দুনিয়ার প্রথম মাসজিদ কাবাগৃহ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾

“মানব জাতির জন্য জমিনে প্রথম যে ঘর নির্মিত হয়েছিলো তাতে বাক্বায় (মক্কায়) অবস্থিত। ওটা বরকতময় ঘর ও বিশ্ব জগতের দিশারী।” (সূরা ৩; আল-ইমরান ৯৬)

২. এ শহর সম্মানিত শহর

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنِ اعْبُدُوا رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمْرُهُ أَنِ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

“(হে নবী! আপনি তাদের বলে দিন) ‘আমাকে তো নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন এই (মক্কা) নগরীর রবের ইবাদত করি, যিনি একে পবিত্র ও সম্মানিত করেছেন। সব কিছু তো একমাত্র তাঁরই। আমাকে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)-দের অন্তর্ভুক্ত হই।’” (সূরা ২৭; আন-নামল ৯১)

[৫.৯] মক্কায় প্রবেশ ও উমরা পালন

প্র: ৫/৭২. মক্কায় প্রবেশের সময় কী কী কাজ করণীয় আছে?

উ: (১) মক্কা শহরে প্রবেশের পূর্বে গোসল করা সুন্নাত, এমনকি ঋতুবতী মহিলা হলেও (বুখারী: ৪৩৬)। (২) যারা মদীনা থেকে আসে তাদের জন্য উঁচু এলাকা দিয়ে প্রবেশ করা সুন্নাত (বুখারী: ১৫৭৬)। (৩) দিনের বেলায় প্রবেশ করা সুন্নাত, তবে রাতে প্রবেশেও দোষ নেই। কারণ, রাসূলুল্লাহ (স) জি'রানা (جِعْرَانَة) নামক জায়গা দিয়ে রাতের বেলাতেও মক্কায় প্রবেশ করেছেন। (৪) নিচু এলাকা দিয়ে অর্থাৎ, মিসফালাহ বা কুদাই অঞ্চল দিয়ে মক্কা থেকে বের হওয়া মুস্তাহাব (বুখারী: ১৫৭৫)। তবে যেকোনো দিক দিয়ে ঢোকা জায়েয। কেননা, মক্কার প্রতিটি অলিগলিই (প্রবেশের) পথ (আবু দাউদ: ১৯৩৭)। (৫) মক্কায় প্রবেশের পর প্রথম কাজ হলো উমরা করা। কারণবশতঃ এ সুন্নাতগুলো পালনে অপারগ হলে কোনো সমস্যা নেই।

প্র: ৫/৭৩. উমরা কীভাবে করবো?

উ: মাসজিদুল হারামে ঢুকে প্রথমে সাত বার কাবা ঘর তাওয়াফ করবেন। এরপর দু'রাকআত নামায শেষে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ করবেন সাত বার। সবশেষে চুল কেটে হালাল হয়ে যাবেন, অর্থাৎ, ইহরামের কাপড় বদলিয়ে স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করবেন।

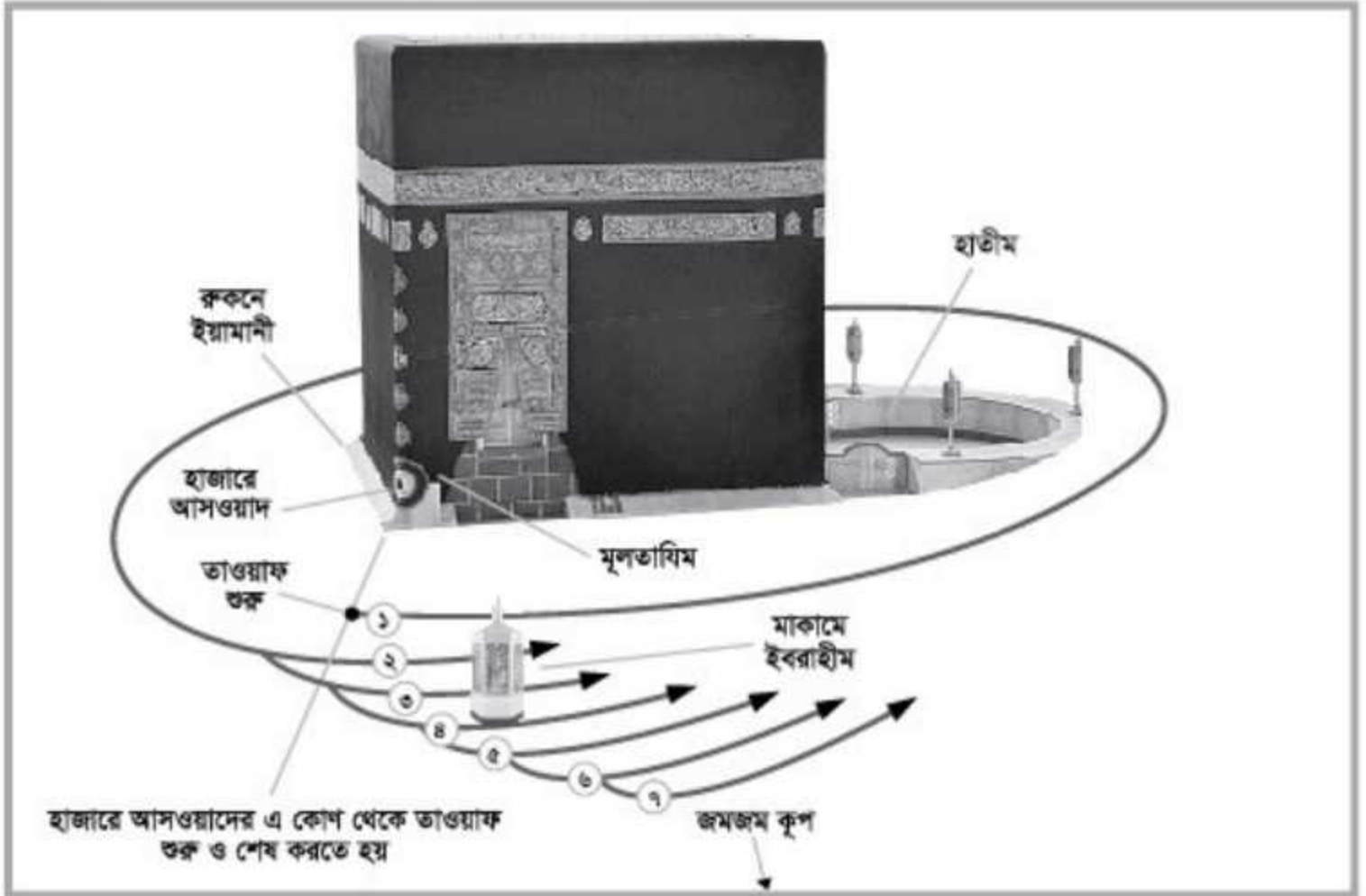
তবে 'কিরান' হজ্জের ক্ষেত্রে উমরার পর চুল কাটবে না এবং ইহরামের কাপড় খুলবে না, হজ্জের আগে স্বাভাবিক পোশাকও পরবে না। তাওয়াফ, সাঈ ও চুল কাটার বিস্তারিত নিয়ম পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে দেখুন।



ছবি: বায়তুল্লাহ'র চত্বরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান

ইদতিবা মক্কায় প্রবেশের পর শুধুমাত্র উমরার তাওয়াফ বা হজ্জের প্রথম তাওয়াফের সময় করতে হয়। এছাড়া সর্বাবস্থায় দু'কাঁধ ঢেকে রাখা সুন্নাত। সাধারণ বা নফল তাওয়াফে ইদতিবা নেই। তাছাড়া মেয়েদেরও কোনো ইদতিবা নেই। (সহীহ ফিক্হস সুন্নাহ- ২/২২৮)

৩. হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করা: (ক) কালো পাথর হাজারে আসওয়াদ থেকে কাবা ঘরকে বামপাশে রেখে তাওয়াফ শুরু করবেন এবং এখানে এসেই শেষ করবেন। কাবা ঘরের 'হাজারে আসওয়াদ' কোণ থেকে মাসজিদে হারামের দেয়াল ঘেঁষে সবুজ বাতি দেয়া আছে। এ সীমানা বরাবর থেকে তাওয়াফ শুরু করে আবার এখানে আসলে তাওয়াফের এক চক্র শেষ হয়। এভাবে সাত চক্র পূর্ণ করতে হয়। (খ) হাতীমের ভিতর দিয়ে কোনো চক্র ঘুরলে তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। আর কালো পাথরের আগে বা পর থেকে শুরু বা শেষ করলেও তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। (গ) তাওয়াফ শুরুর সময় পূর্ণদেহ বা শুধু চেহারাকে কাবামুখী করে 'বিসমিল্লাহ' বলবেন। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর উটের পিঠে চড়ে তাওয়াফ করলেন। তিনি যখনই (হাজারে আসওয়াদের) কোণায় আসতেন, তখনই (পাথরকে) ইশারা করতেন এবং 'আল্লাহ্ আকবার' বলতেন। (বুখারী: ৫২৯৩)



ছবি: কাবা ঘর এবং এর তাওয়াফ 'শুরু-শেষ' চিহ্নিতকরণ

৪. পাথর চুম্বন ও স্পর্শ করা: 'হাজারে আসওয়াদ' পাথরটি চুম্বন করা এবং এ পাথর স্পর্শ করা সুন্নাত। (বুখারী: ১৬১০, ১৬০৮)

৫. ধাক্কাধাক্কি না করা: (ক) বেশি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে নিজেকে ও অন্য মানুষকে কষ্ট দেবেন না। এতে ইবাদত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ভীড় বেশি হলে দু'তলা বা ছাদের উপর দিয়েও তাওয়াফ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সময় একটু বেশি লাগলেও ভিড়ের চাপ থেকে রেহাই পাবেন। ছাদের উপর তাওয়াফ করলে দিনের প্রখর রৌদ্রতাপ ও প্রচণ্ড গরমে না গিয়ে রাতের বেলায় করবেন।